













Office of the Registrar of Publications  
East Pakistan

Eden Buildings, Dacca.

আল্লাহো আকবার ॥  
সর্ব উত্তম ? আসল ? সাবেকী ছাপা ?

# আবদুল আলী গারলী ও নিবারণ সুন্দরীর পুথি ।

সায়ের—মুনসী মোহম্মদ ইউছু সাহেব ।

প্রকাশক

528.7  
18-8-65



প্রিন্টার এম, হাজী আহছান উল্লা  
আলিমী প্রেস, চুরিহাটা ঢাকা ।

সন ১৩৭০ বাংলা মূল্য পঞ্চাশ পয়সা ॥০ আনা







আসল ও ছহি

# আবদুল আলী গারলী ও নিবারণ সুন্দরীর পুথি।

প্রস্তুতি

পয়ার \* প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার ॥ ছায়া নাই  
কায়া নাই স্মার আকার \* হস্ত নাই পদ নাই নাহি তার শির।  
অথগু মহিমা প্রভুর নিম্নল শরীর নাহি খায় অন্য দানা নাহি যায়  
ঘুম ॥ কি হালেতে চলে বান্দা সদায় মালুম \* চুরি কি ডাকাতি  
কিস্বা করে জেনাকারী ॥ একে দৃষ্টে চেয়ে দেখে আপে আল্লা বারী \*  
বান্দাকে করিয়া পয়দা প্রভু নিরাঙ্গুন ॥ দুনিয়ায় ভেজিয়া দিল বন্দেগী  
কারণ \* বদেতে নারাজ প্রভুর নেক কায়ে রাজি ॥ সেখানে না খাটিবে  
দুনিয়ার ফেরেবাজি \* তিলে২ হিসাব লইবে আল্লা সাই ॥ অসময়  
কান্দিলে উপায় বুদ্ধি নাই \* সময় থাকিতে কর আখেরের কাজ ॥  
যাতে আল্লা রাজি থাকে না নয় নারাজ \* প্রভুর প্রশংসা এবে রহিল  
বারণ ॥ মা বাপ ওস্তাদের কথা শুন দিয়া মন \* নতশিরে নমস্কার ওস্তাদ  
চরণ ॥ কাব্যরত্নে যার যত্নে পাখল স্মরণ \* জনক জননী পদ বন্দি বহুবার  
তাদের চরণে মোর শত নমস্কার \* মহম্মদ ইউনুছ কহে মনে করি ভীত  
ক্ষমিবে জানিলে দোষ বালক রচিত \* আমি অতি মুখমতি বিদ্যা বুদ্ধি  
হীন ॥ ছোটকালে পাটশালাতে পড়েছি কত দিন ও বিদ্যা বুদ্ধি হীন  
কিন্তু মুখ পণ্ডিত ॥ সায়েরী করিতে ইচ্ছা মনেতে বাঞ্ছিত \* এই  
পর্যন্ত ক্ষান্ত দিন এই সব বাণী ॥ প্রভু স্মরি আরস্তিনু কিচ্ছার কাহিনী \*



কেছা আরন্ত ।

ধূয়া—শুন সাধু ভাই ॥ আবদুল আলীর গুণের সীমা নাই ॥

প্রভুর নাম আরাধিয়া, রত্নুলের নাম মনে লিয়া, আবদুল আলীর ছিল  
ঝালপা কাটি, রূপে গুণে পরিপাটি, সমান কেহ নাই \* বয়স যখন  
বৎসর কুড়ি, হাওয়া খায় অশ্ব চড়ি, বরিশাল জিলাতে গেল ভায়াসা  
চাইবার লাই ॥ সেথা যাই কিবা করে, সহর ঘুরিয়া ফিরে, আচম্বিতে  
গারওয়ালের এক দলে পড়ে যাই \* পাহাড়িয়া ঘারওয়াল তারা, নিত্যকর্ম  
সপ ধরা, শত সপ রেখেছে খাচাতে আটকাই ॥ দাড়াইশ আইল  
চন্দ্রপোড়া, দুধরাজ, তিলইক্ক বড়া পানক শঙ্কনা কত লেখা জোখা নাই  
ঘারওয়ালের এক মেয়ে ছিল, বয়স পনের ষোল, আশী চেয়ে চুল ঝাড়ে  
চিরণী লাগাই ॥ যেছা মেয়ের মুখের ছটা, নারাদি হৃদয়ের গেটা, ছর  
পরি মোহ যায় থাকুক গোসাই \* কপালে তিল ফোটা, জানু সম  
কেশের জোটা, আকুয়ার আছে কন্যা বিবাহ হয় নাই ॥ মায়ের দুর্লভ  
ধন, নাম সাথে নিবারণ, আচম্বিতে আবদুল আলীর নজর পড়ে যায় \*  
নিবারণকে চক্ষে দেখি, পলক না মারে আখি, প্রেম বান হৃদে আসি  
বিন্দিলেক যাই ॥ আবদুল আলী যেইস্থানে, নজর করে নিবরণে, দুই  
জনের দৃষ্টির প্রেমচক্ষের আশনাই \* দুইজন দুইখানে রহে, ছটফটে অঙ্গ  
দহে, ভঙ্গ প্রেমে কদাচিত রঙ্গ লাগে নাই ॥ কহে করি হীনমতি,  
চৌপদীতে দিতে ইতি, আবদুল আলীর বিবাহ কথা পয়ারে জানাই \*

পয়ার \* এইখানে আবদুল আলী ভাবে মনে ॥ কিরূপে মিলন  
হবে নিবারণের সনে ॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া এক বুদ্ধি করে সার ॥ সপের  
কুণ্ডলি বিনা না দেখি নিস্তায় \* তাযাম দিবস ভরি খাড়া ছিন্ন এথা ॥  
একজন ঘারওয়ালের নাহি পাই কথা \* শত জন মধ্যে এক নাহি পোছে  
বাত ॥ কেমনে করিব প্রেম নিবারণের সাথ \* এ বলিয়া প্রভু নাম স্মরণ  
করিয়া ॥ সপ সব বন্ধ করে কুণ্ডলি ফুকিয়া \* সে সময় দিনমনি লুকায়  
অন্তরে ॥ রাত্রি ভর রহে আবদুল দোকানির ঘরে \* প্রভাতে ঘারওয়াল  
সব করে কোন কাম ॥ সপ ঝুড়ি কান্দে লিয়া চলিল গেরাম এ সপ নাচ  
বায়না যাব সেইখানে হৈল ॥ ঝুড়ি হৈতে সপ নিকালিতে না পারিল \*  
সরম পাইয়া সবে আসিল ফিরিয়া ॥ সবে মিলে করে যুক্তি নিরালা  
বসিয়া \* জিন্দগী ভরিয়া সপ নাচাইয়া খাই ॥ আজি কেনে সবার এই  
দশা হইল ভাই \* নছিবের দোষে কহে একজন ॥ আর ২ জন বলে



তাহা না হবে কখন \* কল্য যে বিদেশী এক মোদের মোকাম ॥ সারা  
দিন খাড়া ছিল তার এই কাম \* এই শুনে সবে বিশ্বাস করিল ॥  
হেনকালে আবদুল আলী আসিয়া পৌছিল \* ঘারাওলেরা দেখিলেন  
আপনা নজরে ॥ কেহ বলে যার ধর বিদেশীর তরে \* বুদ্ধি হতু জনে  
বলে না কহ এমন ॥ এইজন সামান্য না হবে কদাচন \* তার দ্বারা হয়  
যদি মোদের বিহিত ॥ তথাপি তাহার নষ্ট না করা উচিত \* এই কহি  
ঘারাওলেরা করে কোন কাম ॥ আবদুল আলীর নিকটেতে পৌছিল  
তামাম \* ছালাম আলেম দিয়া পুছিল খবর ॥ কোথা হৈতে আসিয়াছ  
কোথা তোর যর \* উচ্চ কাষ্ঠ চৌকি নিয়া বসিবার দিল ॥ পান  
তামাক দিয়া কত সান্তনা করিল \* নিজ হস্তে আবদুল আলীর পদ্য  
যে ধোলায় ॥ কেহ দাড়াইয়া পাখা করে গায় \* যত ঘারাওলেরা  
সব খেমমতে রহিল ॥ বহু প্রেম করি পরে খানা খেলাইল \* তার পরে  
আবদুল আলী পুছিল খবর ॥ কি জন্মে আমাকে এত করহ আদর \*  
ঘারাওল বলিল তাহা হুজুরে জানাই ॥ কল্য যে আপনি এসেছিলেন  
এ ঠাই \* সে হইতে আমাদের সপ' রাজ হত ॥ নাচে ক্ষান্ত হইয়াছে  
কুগুলির মত \* আমরা ঘারাওল সপ' নাচাইয়া খাই ॥ হুজুরের নিকট  
কছুর মাফ চাই \* সপ' রাজ দেহ সাবেক প্রকার ॥ যাহা চাহ তাহা  
দিব করিনু করার \* আবদুল আলী বলে আইনু মেহমান হইয়া ॥ এক  
জন না পুছিলে আমার লাগিয়া \* সেইজন্য বহু গোখা হইল মোর মন ॥  
কুগুলিতে বন্ধ করি যত সপ'গণ \* ঘারাওলেরা বলে কর অপরাধ মাফ ॥  
মেহেরবাণী করে ভাল করে দেহ সাপ \* আবদুল বলেন তবে শুনহ  
খবর ॥ নিবারণের সঙ্গে যদি দেও সম্বন্ধ \* কুগুলি হইতে সপ' করিব  
খালাস ॥ এবে মনস্তাপ ব্যক্ত করহ সম্প্রাস \* সবে বলে এই বাত  
হইলাম রাজি ॥ কিন্তু মত হয় কিনা আমার সমাজ \* নিবারণকে দিব  
বিয়া ক্ষতি কিছু নাই ॥ কোথায় পাইব মোরা এমন জামাই \* এই কহা  
বলা করি সকলে মিলিয়া ॥ আবদুল আলীর সঙ্গে দিল নিবারণের বিয়া \*  
রঙ্গে ঢঙ্গে সমাধা হইল শুভ কাজ ॥ কুগুলি হইতে মুক্ত করে সপ'  
রাজ \* দিন মগি লুকাইয়া রজনী হইল ॥ আবদুল আলি নিবারণের  
বাসরে পৌছিল \* নিবারণ আছিলে পশু তাকাইয়া ॥ হেনকালে  
আসিয়া পৌছিল প্রাণপিয়া \* দোহানের রূপে দোহে আছিল মগন  
নিমিষে হইয়া গেল প্রিয়ার দরশন \* মধুপানে উন্মত্ত আছিল তার মন  
তাহার দিগুণ বুদ্ধি ছিল নিবারণ \* পালঙ্গে যাই কহা কোলে



করি ॥ কানাই পাইল যেন রাখি। সুন্দরী \* ছয়ফল মুল্লক যেন পায়  
লালমতি। রত্ন সেন পায় যেন কন্যা পদ্যাবতী \* সেই যত  
আবদুল আলী পায় নিবারণ ॥ খুসিতে ভূষিত হয়ে তুষ্ট হইল মন \*  
এইমতে দুই মাস গত হইয়ে গেল ॥ আবদুল আলী নিবারণে কহিতে  
লাগিল \* কহিয়া বলিয়া দোহে বিদায় হইল ॥ আবদুল আলী নিবারণ  
দেশেতে পৌছিল \* আবদুল আলির মায় যদি পাইল খবর ॥ পুত্র বধু  
দেখি বুড়ি খোসাল অন্তর \* তুষ্ট হইবে পুত্র বধু তুলি লৈল কোলে ॥  
লক্ষ লক্ষ চুম্বন দিল শ্রীকণ্ঠ কপালে \* পুত্র বধু লয়ে বুড়ি খোসালে  
রহিল ॥ এইরূপে এক সাল গোজারিয়া গেল \*

সপের গান আরম্ভ

চিনৎ মিল \* আবদুল আলী নিবারণ, খুসি খোসালিতে দোন  
থাকে হামেহাল, দেখনা বিধিয়ে কিবা ঘটায় জঞ্জাল ॥ শুন যত গুণীগণ  
করিয়ে খেয়াল \* একদিন নিবারণে শুয়েছিল তুষ্ট মনে, বিছানায়  
উপর, স্বপনেতে দেখে এক সর্প অজাগর ॥ কহিতে লাগিল সর্প নিবারণ  
গোচর \* নিবারণ তোমাকে বলি, তোমার পতি আবদুল আলী জানে  
সর্প ধরিতে পাটুয়াখালি, দক্ষিণ মুখি থাকি গারাতে ॥ দৌল্লা একটা  
পাঠা নিবে আমায় ধরিতে \* এমত স্বপ্ন দেখে নিবারণ শুয়ে শয্যাতে  
চমকি উঠয় আচম্বিতে, দেখে আবদুল বলে হায়রে হায় ॥ কি জন্যেতে  
প্রিয়শিনি কাপে সর্ব গায় \* শান্ত হয়ে নিবারণে, কহে আবদুলের  
কানে শুন দিয়া মন, যেই মতে আসি মর্পে দেখাইল স্বপন, একেই আদি  
অন্ত কহে নিবারণ \* এত শুনি আবদুল আলি, প্রভুর নাম নাহি বলি, দর্প  
কৈরে কয়, পাঠা বলি চাহে মোই কোন সর্প হয় ॥ পাঠা না দি ধরব সর্প  
তাতে কিবা ভয় \* দাড়ি মাঝি ডাকি তখন, বলে নৌকা কর সাজন,  
যাব সর্প ধরিতে, অধীন বলয় তোমার মৃত্যু নিকটে ॥ প্রভুর নাম  
পাসরিলা মরনের পথে \*

আবদুলের মায়ের বিলাপ

ধূয়া—বাছারে তোরে, মায় নিষেদ করে ॥ আবদুলেরে যেওনা

দুঃখিনির বাছা তোর মায় নিষেধ করে \*

সর্প ধরিতে যায়রে আবদুল, চড়িয়া নৌকায় ॥ পাষান হৃদে মারি  
কান্দে আবদুল আলীর মায় \* যেইওনা ২ বাছা সর্প ধরিবার ॥ ছট ফট  
করে যেন কলিজা আমার \* এক মায়ের এক পুত্র নিদ্রনীর ধন ॥ তোমার  
ছাড়িয়া মায়ে ত্যজিন জীবন \* বারেই যাওরে নিমাই নাহি করি মানা ॥



আজি কেন মায়ের মনে প্রবোধ মানেনা \* নাহি যাও বাছা ধন মায়ের  
কথা শুনি ॥ আজিকার মহিম ক্ষান্ত কর যাদুমনি \* এইমত কান্দিয়া ২  
বুঝায় তার মায় ॥ কিছুতেই না মানিল মায়ের কথায় \*

চিতং হিল \* তেরশ পনর সালে, মাঘ মাসের আট দিনে, বরিশাল  
জিলায়, বরিশালের অন্তর্গতে ঘটনা উদয় ॥ কহিতে সে সব কথা, প্রাণে  
নাহি সয় \* সে সব কথা বলিতে, বাসনা হইল মনেতে, শুনেন সর্বজন.  
কর্ণ লাগাইয়া শুনেন সে সবকথন ॥ কিরূপে সে আবদুল আলীর হইতেছে  
মরণ \* বাড়ি ছিল ঝালপা কাটী, রূপে গুণে পরিপাটি, এক বিবি ছিল  
তার, সতর খানি নোকা ছিল তার আভ্যাকার ॥ সপ' ধরা বিনে তারগো  
না ছিল কারবার \* মাঘ মাসের আট রোজেতে, লোক জন লইয়ে  
সাথে সপ' ধরিতে, সতর খানা নোকা লইয়া গেল পাটুয়া খালিতে ॥ লোক  
জন রাখি আবদুল উঠিল কুলেতে \* জননীও নিবারণে, দাড়ি মাঝি  
সর্বজনে, রাখিয়া নোকায়, একেলা চলিল আবদুল সেপ' যথায় ॥  
সপের গাড়া দেইখে নিরক্ষিয়া চায় \* কোথায় ডাকিছ সপ', করিয়াছ  
মহাদপ' এখন রহিলে, কোথায়, ছত্রিশ রাগিনি আবদুল বাসিতে  
ফুকার ॥ শুনিয়া সে বাশীর সুর, সপে' অঙ্গরে ফুলায় \*

পয়ার \* সপ উঠা মন্ত্র ফুকে বাশির ভিতর ॥ গাড়ার সমুখে  
আবদুল কহে বারে বারে \* আগে তুমি নিবারণকে দেখাইছ স্বপন ॥  
আমারে দেখিয়া কেন রহিলে গোপন \* দোলা পাঠা আনিয়াছি তোমার  
লাগিয়া ॥ গাড়া হইতে উঠে এক বার যাও দেখা দিয়া \* শীঘ্র আস  
গাড়া হইতে না করিও ভয়না উঠিলে গাড়া খুদি ধরিব নিশ্চয় \* একেতে  
ছিরের বাত আর বিনার সুর ॥ শুনি উঠে মহাসপ' মৃত্তিকা করি চুর \*  
কবিলে আবদলের বিধি হইল বামা ॥ গাড়া হইতে অঙ্গফুলাই উঠে শঙ্করাম  
চিতং মিল \* কম্পানির ইঞ্জিলের কলে, কল টিপিলে ধূয়া চলে,  
সোঁ সোঁ শব্দ ভয়ঙ্কর, সেই মত উঠে সপ' করি চুরমার ॥ শুনিয়া সে শব্দ  
আবদল কাপে থরং \* ছুছকার করি সপে' মাথা তুলে মহাদপে', চক্ষু  
মেলি চায় এক মুঠা ধুলা মারে সপের মাথায় ॥ নাহি মানে ধুলা পড়া  
অমনি সে পেচায় \* পেচাপেচি বিষম পেচি, হাড় মাংস লিল খেচি,  
আবদল বলে হায়রে হায়, কোথা রইল মা জননী, সপে ঘোরে খায় ॥  
কোথা রইলে নিবারণ এসনা তরায় \* সোয়া হাত সাপ ছিল, পাচল্লিশ  
হাত হইয়া গেল, নামে সঙ্করায়, সতর ছোড়া বাশের সঙ্গে অমনি পেচায়



আবদুল আলার বিলাপ ॥

পয়ার \* আহারে পাপিষ্ঠ সপ' দুষ্ট দু'রাচার ॥ বধু সঙ্গে দপ' করি  
হইলাম রংহার \* নিবারণের সঙ্গে কত করিলাম জেদ ॥ মরণ কালে না  
শুনিলাম মায়ের নিষেধ \* কৈয়রে পবন যাই জননীর কাছে ॥ তোমার  
পুত্র আবদুল আলির সাপে ধরিয়াছে \* কোথায় রইল ইষ্ট মিত্র কোথায়  
বন্ধুগণ ॥ কোথায় রইল সত্তরখানি নৌকার মহাজন \* কোথায় রইল  
দাড়ি মাঝি কোথায় লোকজন ॥ নিদানে পাইয়া সপে' বধিল জীবন \*  
সিমাল ধুতি জরির টুপি কোথায় চিকন ॥ কোথায় রইল অঙ্গের ভূষণ  
কোথায় নিবারণ \* মনেতে আশঙ্কা করি মোর খাইবার ॥ এখন যদি  
নিবারণ পায় সমাচার \* কখন না খাইতে না পারিবে কদাচন ॥ এত বলি  
আবদুল আলি জুড়িল কান্দন \* নছিবোতে ছিল সাপের দংশেতে মরণ ॥  
হায় হায় কোথায় রইল শূনের নিবারণ \* কৈইওরে পবন তোমার পুত্রের  
মরণ ॥ তালাস করিয়া তারে আন এইক্ষণ \* এইমতে বিলাপিয়া কহে  
প্রভুস্থান ॥ হেনকালে খবরিয়া আইল একজন \*

চিতং মিল ॥ কাটাখালির তমিজদিন, তার ভাই মফিজদিন, সে  
বাস কাটিতে যায়, এক ফোটা রক্ত পরে তমিজদির গায় ॥ এ হাল দেখে  
ধায় তমিজ সাপুড়িয়া হথায় \* আরও রক্ত বাশের গোড়ায় রক্ত দেখিয়া  
উপরে তাকায়, নজর করে চায়, সপের পেচে দেখি এক মানুষ তথায়  
পেচাইয়া ধরছে সাপে বাশের আগায় \* দেখি সেই মহাসাপে- তমিজদিন  
অঙ্গ কাপে, ভয়েতে পলায়, নদীর কিনারে থাকি ডাকে সাপুড়ায় \* সাপের  
মুখে একজন মানুষ মারা যায় \* সাপুড়া ২ ভাই ডাকি, ভোগ একজন  
মানুষ নাকি আজি সাপে ধরে খায়, একথা শুনিল কেবল আবদুল আলির  
মায় ॥ হইল কি হইল বলি এগো ভূমিতে লুটায় \*

জননীর দোছরা বিলাপ

পয়ার \* এই কথা যবে মায়ে কণেতে শুনিল ॥ আত্মঘাতি হইল  
মায়ে ভূমিতে পড়িল \* কি শুনিলাম কি শুনিলাম ওরে যাদু মণি কে  
কহিল ২ মোরে এই বানী কেনে যাদু মায়ের কথা করিলে অদুল ॥ কে  
নিল ২ মায়ের প্রাণের আবদুল \* কে নিল ২ মোর চক্ষের আঞ্জুন ॥ কি হইল  
মোর নয়নের ধন \* কে নিল ২ মায়ের নয়নের জ্যোতি ॥ কে নিল ২ মায়ে  
হল আত্মঘাতি \* কে নিল কে নিল মায়ের করে বুক খালি ॥ কেমনে  
দংশিলে সাপ মায়ের আবদুল আলী \*



## নিবারণের বিলাপ ॥

চিতং মিল ॥ এমত বিলাপ করে, ধৈর্য ধরাইতে নারে, আবদুল আলীর মায়, পোড়ামুখি কপাল তোর মন্দ হয়ে যায় ॥ গোস্বা হইয়ে নিবারণের লাখি মারে গায় \* ছিল যুমেতে, স্বাশুড়ির পদাগাতে, অমনি উদ্দিশ পায়, যুমের ঘোরে স্বাশুড়িয়ে কি জন্তু জাগায় ॥ কান্দিয়া২ কহে কথা আবদুল আলির মায় \* নিবারণ তোর কপাল দোষে পতি তোর সাপে দংপে, কহিনু তোমায়, নছিব হইল মন্দ দংশে সক্রায় ॥ কি করগো নিবারণ শুয়ে বিছানায় \*

পয়ার \* এক লাখি দুই লাখি তিন লাখি পর ॥ চৈতন্য সন্তিত কন্যা নিবারণ সুন্দর \* কি হৈল২ বলি কান্দে উভয়ায় ॥ আহা বিধি বজরাঘাত পড়িল মাথায় \* কেমন সাপে খায় জানি পতি প্রাণধন ॥ আহা প্রভু দঃখিনি যে ত্যজিবজীবন \* সে সপের সন্ধান পাইলে মারিতাম কাছাড়ি আহা বিধি হইলাম বুঝি কাছা বয়সে রাড়ি \* এমত বিলাপ কন্যা কান্দে উভয়ায় ॥ তৈল শিন্দুর মাথে দিয়ে আসি ধরে চায় \* সিতার শিন্দুর হইলেক মলিন আকার ॥ হায় হায় স্বামি বিনে জীবন অসার \* আবদুলের শোকেতে কান্দর নিবারণ ॥ পশুপক্ষী কান্দে আর পাড়া পড়শিগণ \*

চিতং মিল ॥ শোকের মউজ উঠে নিবারণের হ্যঙ্গ ফাটে, বলে স্বাশুড়ির সদন, স্বামী অদর্শনে করিব গরল ভক্ষণ ॥ বিদায় দাও জননি মা যাব পতির দর্শন \* পাগলিনী মত কান্দে, কেশ বেশ নাহি বান্ধে, কান্দে পতি বাঁস মুড়ার আগায় \* নিবারণ সেখানে গেল, দৌল্লা পাঠা বলি নিল সপ নামের পর, চতুদিকে লোক খাড়া কাতারে কাতার ॥ হায় হায় করে কেহ কান্দে জারে জার \* একের মুখে শুনি এক ধৈয়ে আইল শত লোক, সে সব চাইতে, কুল বধু যুবা মেয়ে আইল দেখিতে ॥ ফুক মারে দেখি আবদুল সাপের পেচেতে \* থাকুক পুরুষ যত রমণীগণ শত২ এল ধাতু বাই এক বধু কহে একে যাবিনিলো রাই ॥ সাপে গাছে মানুষ তোলে এমন শুনতে পাই \* এক বধু লগগি করতে লোটা হালে বাহিরেতে, আসি শুনতে পায়, গাছের গোড়ায় লোটা রাখি লোক চলিল তরায় ॥ কত বধু ধৈয়ে এল বস্ত্র নাহি গায় \* হাজার২ লোক আসিয়া জমা হইলেক দেখে আবদুলের মরণ, কেহ কান্দে কেহ ধন্দে, অজ্ঞান যেমন ॥ কেহ হইল হুশ হারা কেহ ভয়ে কম্পমান \* সরস্বতী আসর যেন চারিদিকে লোকগণ মধ্য গায় গান, সেইরূপ খাড়ালোক মধ্যে স্বামীর বিচ্ছেদ ধনি শোকাকুলি মন



পয়ার \* তারপর নিবারণ করে কোন কাম ॥ করিয়া মহিনী মত্ত  
পড়িল তামাম \* মত্ত পড়ি যিগজ্জ বরি জমিনে ফেলায় ॥ ভো ভো  
শব্দ করি কড়ি উঠিল তরায় \* কড়িকে বলিল ধনি আগে ছিলে কার ॥  
আগে ছিলাম তব পিতার এখন তোমার \* মোর যদি হবে কড়ি কহি  
বারেবার ॥ মস্তকে কামড়ি ধর সপ সঙ্করার \* এত শুনি সেই কড়ি  
কুদিয়া চলিল ॥ সাপের মস্তকে সেই কামড় মারিল \* নড়িতে চড়িতে  
সপের শক্তি না রহিল ॥ ষোল পেচি লেজ্জ ক্রমে খসাইতে লাগিল \*  
থেকে কড়ি সাসের মাথায় মারয় টকরা ॥ নিদানে সেদুই সাপ হইল কাতর  
আপন লেজের পেচ খসাইয়া লয় ॥ পাচচল্লিশ হাত সপ ছিল সোয়া  
হাত হয় \* গড়াইয়া দুষ্ঠ সাপ মাটিতে গিরিল ॥ আবদল আলি বাশের  
ঝাড়ে আটক রহিল \* কেহ যাই বাশ পরে সাপ উঠাইয়াছিল ॥ সেই  
বাশের ডাল ভাঙ্গি পিঠেতে লাগিল \* সাপ কাটা তন্ত্রে ঝার ফুকে যনে  
ঘন ॥ বহুক্ষণ ঝার ফুকে কিছু হুশ হন \*

থানায় এজ্জাহার ও পুলিশের তদন্ত

নিবারণ স্বামীকে নিয়ে নাশিকাতে হাত রাখিয়ে, সোয়াস ধইরে  
চায় কিঞ্চিৎ বিলম্বের তরে কিছু নিশ্বাস পায় ॥ দশটি টাকা দিয়ে নিল  
আমতলি থানায় \* দারোগা জিজ্ঞাসা করে, মৈল বেটা কি প্রকারে কহনা  
মোরে সাপ কাটা রুগী কহিল তারে ॥ একথা হিরালাল বাবু বিশ্বাস  
না করে \* সাপ কাটা লাস হইলে হাত পাও কেন ভাঙ্গিলে, সত্য  
কৈরে কও, অনথক কথা কেন কহিয়া বাড়াও ॥ পক্ষভাবে কথা কইলে  
সম্মান নিয়ে যাও \* দেখ চিনা বেত দিয়া ফাটাইয়া দিব টিয়া, বুঝাবে  
পাছে, স্বামি মাইরে বলছে মাগি সাপে কাটিয়াছে ॥ ও সব কথা নাহি  
খাটে পুলিশের কাছে \* এত শুনি নিবারণে, ভয় পেয়ে মনে মনে, বুদ্ধি  
কৈল সার, দশ টাকা গোপনে দিল হাতে দারগার ॥ ঘুষ পেয়ে হিরা  
লালে করিল অভয় \* নিবারণের জবাববন্দি, শুনি সব কথায় সন্ধি চলে  
ঘটনার স্থান তদন্ত করিয়া পরে আসে তুরমান ॥ উপরে লিখিয়া দিল  
সাপে কাটা করণ \*

উভয়ের বিলাপ

চিতং মিল ॥ সেথা হইতে নিবারণে, পতি লয়ে নিজ স্থানে  
কেন্দে যায় উচচস্বরে, ধরি কান্দে শাপুরি গলায় ॥ হেলায় হারাইলু আমি  
পতি সামরায় \* আবদল আলীর মায়ে বলে, কেনে বিধি দেখাইলে পুত্রের



উচ মুখ, পাষাণে মারিয়া মাথা ফাটাইল বুক, কোথায় চৈলাছ বাচা  
 আমায় দিয়ে দুঃখ, এক পুত্র ছিলে তুমি, রূপে গুণে মহানামি, দুঃখিনীর  
 ধন, বিদেশে আসিয়া বাছার হইল মরণ ॥ এত শুনি কান্দে যত নৌকার  
 মহাজন \* বধুও শাপুরি কান্দে, কেশ বেশ নাহি বাঞ্জে, করে হায় হায়  
 আহা বিধি কিবা দুঃখ ঘটাইলে আমায় ॥ কি দোষে শাপুরী গো আমার  
 নছিব টইলে যায় \* এই মতে বিলাপিয়া, সপের পাতিল হাতে লৈয়া,  
 কহিল বচন, আমার পতিকে সপ কৈরাছ দংশন ॥ দেখ পতির দাদা  
 তোমার করিব শোধন \* শুন কহি ওরে সাপ, তব চেয়ে বড় সাপ,  
 নিজ গুণেতে দপ চূর্ণ করি লাথি মারি যুগেতে ॥ সেই জনের স্বামী  
 যারা যায় তোর হাতে ॥ শত পঞ্চ ভাগে তাহা, হিসাবেতে হয় যাহা,  
 তোমার মুখেতে, উঠাইয়া নিব আমি নিজ গুণেতে \* খণ্ড খণ্ড তোমার  
 মুণ্ড করিব পরেতে \* এমত বড়াই করে, কহে কথা সে সাপেরে, একে  
 নাহি ভার, অধীন গুণ না লাগিবে আর ॥ আরশে থাকিয়া আল্লা  
 হইল বেজার \* নিবারণে বলে সপ কোথায় রে তোর মহাদপ এখন  
 একা পতিকে পাই, করেছ দংশন \* মন্ত্র ফুকি করে অঙ্গে দিল নিবারণ  
 তখনে যাইয়া কড়ি, যুগু বসে চড়ি, কি করে তখন ॥ যন২ মন্ত্রফুকে  
 গুণের নিবারণ ॥ দেখনা কি হাল ঘটায় নিরাঞ্জন \*

পয়ার \* তারপরে কিবা হয় শুন গুনিগণ ॥ কড়ি প্রতি আদেশ  
 করিল নিবারণ \* কড়িকে বলিল তুমি আগে ছিলে কার ॥ পূর্বে ছিহু  
 তব পিতার এখন তোমার, মোর যদি হও তুমি হইলাম খুসি ॥ শত  
 পঞ্চ অংশে যাহা লও শিল্প চূর্ণি \* হকুম পাইয়া কড়ি করিল পালন ॥  
 নিবারণ মন্ত্র পাঠে ফুকে ঘনে ঘন \* প্রভুর আদেশ রদ হইবার নয় ॥  
 আজাজিল তরে প্রাণ হকুম করয় \* যাওরে সয়তান তুমি নিবারণের  
 দেলে ॥ যত মন্ত্র ভুলাইয়া দেহ এক কালে \* আমার তরসায় বেটি না  
 করিল কাজ ॥ এখন তাহারে আমি কি দিব লাজ ॥ আজাজিলে \* শয়তান  
 লই প্রভুর আদেশ ॥ নিবারনের শরীরেতে করিল প্রবেশ \* গাওমুখে সপ  
 মুখ একত্র করিল ॥ লে সময় অ জাজিল মন্ত্র ভুলাইল \* ঘুমাই ফিরই  
 মন্ত্র পড়ে বারেবার ॥ কোনমতে না পারে পড়িতে পুনঃবার \* কড়ির  
 দংশনে সপ আছিল হয়রান ॥ মন্ত্র ভুলনেতে সপ পাইল আছান \*

চিত্তং মিহ \* মন্ত্রের জোর না পাই কড়ি, সপের যুগু দিল ছাড়ি  
 কড়ি গড়াইয়া পড়য় \* খালাস পাইয়া সপ ভরিল গোস্বায় ॥ দেখনা



কি হাল পয়দা করিল খোদায় \* গোশা হৈয়ে সাপ, স্বাশ ছাড়ে  
 অগনি তাপ, ভয়ে নিবারণ, হায় মুখে সদা পাগলের লক্ষণ ॥ সমকালে  
 পাসরিলা প্রভুর স্বরণ \* গোশায় সে শঙ্কুরায়ে অগনি সমধর হৈয়ে,  
 লইয়ে মুখে আকাশে উঠিল, লই আবদুল আলীকে ॥ আচম্বিতে বজ্রসেল  
 পড়িল বৃকে \* নিবারণ সেইঘড়ি আচম্বিতে ভূমে পড়ি, পতির কারণ  
 আহা বিধি এই বুঝি অদৃষ্টে লিখন \* হারাধন দিয়ে পুনঃ নিলে কিকারণ  
 এই তোমার ছিল যনে, কেড়ে নিলে পতি ধনে প্রভু নিরাজন ॥ এ পোড়া  
 যৌবন আর রাখি কি কারণ ॥ স্বামী বিনে কামিনী বিফল জীবন \* হায়  
 বিধি কি করিলে, দুঃখানলে ভাসাইলে নাহি দেখি কুল ॥ অধিন বলয়  
 তোমার দিশা হৈল ভুল ॥ যার পাশে কান্দ তুমি সে বিপন্নের মূল \*

জননীর তেছরা বিলাপ ॥

চিতং মিল \* কেহ যাই খবর পৌছে, আবদুল আলীর মায়ের  
 কাছে, কহিল যাই ॥ তোমার পুত্র নিল সপে' শুন্তোতে উড়াই, মুছ'া  
 গত ভূমে পড়ি লুটাই \* হায় হায় কৈরে বুড়ি, মাথায় মারে সোটার  
 বাড়ি, উন্মাদের প্রায় ॥ এইনি ললাটে লিখে ছিলে বিধাতায়, মাতা  
 রেখে পুত্র আগে সর্গে চলে যায় \* নিবারণে কেন্দ্রে বলে, শ্বাশুড়ির  
 ধরি গলে, প্রাণ ফেটে যায় কোথা গেলে পাব আমি বাক্য শ্যামরায় ॥  
 কোথা নিল অদৃষ্ট না জানি নিশ্চয় \*

পয়ার \* এইখানে এই কথা রহিল রাহিণ ॥ আবদুল আলির কথা  
 কিছু শুন শুনিগণ \* আবদুল আলীকে নিয়া সপ' দুরাচার ॥ মুলাদি নগরে  
 গিয়া হইল নমুদার \* গিরস্থের বধু এক সেই নগরের ॥ বাড় কাশ  
 করিতে আছিল উঠানের \* মেঘের গর্জন মত কম্পিত মেদিনী ॥  
 শুনিয়া আকাশ পানে দেখে সেই ধনি \* শুন্তো দেখ অজাগর মনুষ্য তার  
 মুখে ॥ দেখি বধু শ্বাশুড়িকে ঘন ঘন ডাকে \* দেখগো শ্বাশুড়ি আসি  
 করিয়া নজর ॥ মুখেতে মানব শুন্তো উড়ে অজাগর \* তা শুনিয়া যত  
 নারী ধাইয়া আসিল ॥ হায় হায় শব্দ মুখে বলিতে লাগিল \* কাহার  
 বাচাকে জানি সপে' নিয়ে যায় ॥ হায় জানি কেমনে রহিছে তার মায় \*  
 অবলা কালেতে বধু মা বাপের ঘর ॥ মিয়াজির নিকটে শিখিয়াছিল  
 মন্ত্রর \* আচম্বিতে সেই কথা ছইল শ্বাশুড়ি নিকটে বধু কহিল  
 তখন \* শুনগো শ্বাশুড়ি আমি তব পায়ে ধরি ॥ আপনার হুকুম হইলে  
 লাগাইতে পারি \* এই কথা শ্বাশুড়িয়ে যখন শুনিল খুসি হইয়ে বধু  
 প্রতি হুকুম করিল \* হুকুম পেয়ে মন্ত্র পাঠে হস্তের পিছা দিয়া



মৃত্যিকাতে তিন বারি মারিল কসিয়া \* উদ্ধ'মুখি মৃত্যিকাতে ধুম জালাইল ॥  
 সেই সহরেতে সপ' লামিয়া আসিল \* সপ' পড়ি মারিলেক অজাগরের  
 গায় ॥ পাচ চল্লিশ হাত সপ' সোয়া হাত হয় \* ফের সপ পড়িয়া দিল  
 সেই ধনি ॥ চুঞ্চল হইতে মুখ উঠায় তখনি \* পুনঃবার সপ' মারে বিবি  
 নেককার ॥ ডংস ঘাতে মুখে বিষ করিল আহার \* তারপর সপ' রাজ বিদায়  
 হইল ॥ দণ্ডচারি বাদে আবদুল উঠিয়া বসিল \* সকলে বলিল তারে  
 কিবা তব নাম ॥ কোন জাতি হও তুমি কোথায় মোকাম \* একথা শুনিয়া  
 আবদুল কান্দিয়া উঠিল ॥ আদি অন্ত সব কথা প্রকাশ করিল \* বিবিকে  
 ডাকে মা মিয়াকে ডাকে বাপ ॥ দাণ্ডা পানি করে বিবি যেমন এনছাফ \*

পতি অদর্শনে নিবারণের খেদ

ধূয়া—বন্ধু আড়নয়নে ও নাথ আড়নয়নে \* তোরে

আড়নয়নে দেখিলামনা ॥

ত্রিপদী \* অবলা কালেতে নাথ, বিয়া হৈল তোমার সাথ, একদিন  
 না বঞ্চি নু স্মৃথে ॥ মা বাপের ঘরে ছিনু, পতি কি ধন না বুঝি নু, এবে মোর  
 জীবন গেল দুঃখে \* তুমি নাথ দূরদেশ, আমি নারি তনু শেষ, ভাবিতে  
 হই ক্ষয় ॥ মনে কহে কিবা করি আত্মঘাতি হয়ে মরি, বিষ খেয়ে মরিব  
 নিশ্চয় \* আহা সপ' দুষ্টমতি, কোথা লুকাইলে পতি, তাহা নাহি জানি  
 অভাগিনি ॥ নিষ্ঠুর তোমার মন, কেড়ে পতি প্রাণধন, দুঃখিনিরে কলে  
 কাঙ্গালিনী \* একবার বাশগাছে, অভাগিনি যাই পুছে, লামাইনু পেয়ে  
 বড় দুঃখ ॥ ফের তুলি আকাশেতে, কোথায় নিলা আচম্বিতে নাহি দেখি  
 পাত প্রাণমুখ \* এমত আক্ষেপ মনে, কান্দে সদা নিবারণে মুখে সদা  
 করে হায় ২ ॥ কোথা রৈল প্রাণপিয়া, অভাগিরে পাসরিয়া, মন দুঃখে  
 বারমাসী গায় \*

নিবারণের বারমাসী ॥

চিতং মিল \* প্রথম মাঘ মাসে, মোর পতি সপে ডংশে, দুঃখ  
 গেল মাস ॥ নুতন যুবতিরা মন অভিলাষে, স্বামী পাশে থাকে খোসে  
 মোর সর্বনাশ \* এইমত জাড়ার দিন, যুবতী রমণীগণ, জরাজরী হই ॥  
 সোয়ায় তারা পতি কোলে লই, আমি দুঃখি পোড়ামুখি পতি ঘরে নাই \*  
 আইলরে ফালগুন মাস, মোর পতি দূরদেশ আছে কিনা নাই, আশিধরি  
 চাহে লিন্দুর মলিন হয় নাই ॥ মাঘে রপে নিয়ে দিবে, ফালগুনে পৌছাই \*

পয়ার \* চৈত্র মাসে স্বাশুরিগো হালিয়ার বনে বিচ ॥ আনগো  
 কোটরা ভরি খাইয়া মরি বিষ \* একেত রবির জালা প্রচণ্ড অনল ॥



সমুদ্রেতে ঝাপি দিলে না লাগে শিতল \* এইত বৈশাখ মাসে শুশাগ  
 নালিতা ॥ সব লোকে সাগ য়োর হস্তে তিতা \* অঙ্গে পাখা নাই পতি  
 পাসে উড়ি যাব ॥ বান্ধব নাহিক কেহ সংবাদ পাঠাব \* জৈষ্ঠ মাসে খায়  
 সবে আম কাঠাল বসে ॥ কারে লয়ে খাব আজি পতি নাই দেশে \*  
 আমিত অবলা নারী পতি ঘরে নাই ॥ রজনী কাটাই আমি কার মুখ চাই  
 আষাঢ়েতে নব জল খালে আর ধিলে ॥ প্রাণবন্ধু নাই ঘরে কেবা জল  
 ঢালে \* অবলা কালেতে য়োর না পুরিল আশ ॥ হায় নাথ অভাগিনী  
 সমূলে বিনাশ \* শ্রাবন মাসে পতি সামা নয়্য নবিন খায় ॥ য়োরকপালে  
 মন্দ পতি সর্পে নিয়ে যায় \* আহারে পাপিষ্ঠ দুষ্ট দুরাচার ॥ কোথা  
 নিয়ে রেখে আছ পতিকে আমার \* এইত ভাদ্র মাসে গাছে পাকাতাল  
 য়োগের য়োগিনী হয়ে হস্তে লির থাল \* হস্তে থাল লই আমি ভিক্ষা  
 মাগি খাব ॥ যথায় গেছে প্রাণনাথ তথায় চলে যাব \* আশ্বিন মাসেতে  
 নাথ বারিষার শেষ ॥ না আসিল প্রাণ সখা না পুরে আবেশ \* কা্তিক  
 মাসে অবলার প্রাণ নহে স্থির ॥ সমস্ত রজনী কাদে চক্ষে বহে নীর \*  
 হেনকালে কেবা আসি কহিল বচন ॥ থাক থাক দৈর্ঘ্য ধরি ওহে নিবারণ  
 পৌষ মাসে তোমার পতি আসিবে নিশ্চয় ॥ মনবাঞ্ছা হবে পূর্ণ নাহি  
 কিছু ভয় \* এত শুনে খুসি প্রাণে গায় হইল বল ॥ কৃষিয়ে পাইল যেন  
 বরিষার জল \* শিশুয়ে পাইল হাতে পূর্ণিমার চান, ॥ অন্ধজনে পায় যেন  
 পুনঃ চক্ষু দান \* অগ্রাণ পৌষ কাটে ধনি হস্তেতে গণিয়া ॥ এই মাস  
 বাদেতে আসিবে প্রাদপিয়া \* সাজ সয্যা করি হেথা রহ নিবারণ ॥  
 আবদুল আলীর কথা কিছু শুন দিয়া মন \* মূলাদি নগরে থাকে যাহার  
 মোকাম ॥ দাওয়া পানি করি কিছু পাইল আরাম \* এক সাল সেইখানে  
 গুজরে যখন ॥ মাতা বধুর কথা তার হইল স্মরণ গিরন্তুগো বধু থাকে  
 মাতা ডেকেছিল ॥ কহিয়া সবাকৈ আবদুল বিদায় হইল \* এইমতে  
 কিছুদিন গুজারিয়া যায় ॥ আপন বাটিতে আবদুল আসিয়া পৌছায়  
 নিবারণে দেখে স্বামী মাতা পুত্রের মুখ ॥ কাদিয়া কাটিয়া সবে  
 সাসরিল দুঃখ ॥ মোহান্নদ ইডনুছ কহে সালাম আমার ॥ ভুল চুক মাফ  
 চাই ওয়াস্তে আল্লার \*



আ

সমুদে

নালি

পাভে

সবে

আনি

আষ

ঢালে

সমুদে

মন্দ

নিষে

যো

মাগি

নাথ

মাত

হেন

পৌ

কিছু

বরি

পুন

বাত

আ

মো

গু

মা

কি

নি

স

চা



# আলিমী লাইব্রেরির সংক্ষিপ্ত তালিকা

কারণ শরিক কলিকাতা ছাপা	দুলালুলহিনের খেলা	গমের দরিদ্রা
এ লক্ষ্য	আজারবেল অজুদ	খয়রুল হাসান
এ লাহোরী	আহকামাহ হালাত	গল্পে যারকত
এ বোম্বাই	অজনায়া	আবুনায়া,
এ দিল্লী	আলাউদ্দিন	যারকতে যাওয়া
এ নেজামি	আলমাহ গোলরাহান	আবদুল আলী গারুলী
এ তরজমা	বেহজে হোলেমানী	ককির বিলাস
এ হোমারেল শরিক	নকশে হোলেমানী	চহি তালেমায়া
মাজালা নেহাষের কেতায	তোলেমাত হোলেমানী	তালিমুদ্দিন বাংলা
জমাতে মুহন হইতে জমাতে	আজারেব হোলেমানী	মেহবাবুল এছলাম
উল পর্গ্যন্ত পাইবেন।	তাজ হোলেমানী	হোমারেতল এললাম
কারনা, বড় আমপারা	আহকামুল মোহলেমিন	মুরজ্জমাল গাজি কানু
আলেকলাম, আমপারা	এ হোমারেতলামা	হাসিচ আরবাইন
আমপারা বাজলা	মহিচতনেহা	মাজাতল আরওয়া
দোয়া গাজল আরশ	দেলখোশ গল্প	দাওয়াকুল কোরকান
দোয়া গাজল আরশ বাজলা	গাজি কানু চাম্পাবতা	দেল দেওয়ানা
ভেলুয়া হুন্দরী	লালবানু সাহাজামাল	কহরুজ্জবিল বাংলা
খোদবা, পাঞ্জহুরা	গ্লোক মঞ্জরী	অজ হোবরাব
নামাজ শিকা, হীরার খনি	ইউসুফ জোলেখা	দিন্ন কানা শতর
মাইজ তাওয়ার ও মনমোহন	রসনেহা, কটু মিয়া	রাতকানা জামাই
হয়ফল মুল্লুক বদিউজ্জামাল	গোলে বাকাওলী	কলির বৌ ঘর তাজমি
দেওনামা তালেমায়া	হাতেমতাই	ফারুউল ইমাম বাংলা
মিহাকনামা, লেখ করিন	খয়বর অজনায়া	বেয়ামত ছনিয়া
আছরারখালাত	মহিদে কারবালা	বিবাদ সিদ্দু হাজার মহলা
নিয়ামতে ছনিয়া	আমির হামজা	নারে বেকারা বাংলা তাজা
কাহারে ছনিয়া	সাহাজালাল	পাঁজর (উপন্যাস)
এলাজল কোকারা	কেছাহল আখিয়া	দারহে বেকারা উর্দু
কাখিনের করম	ফরহলে আহকাম	এ আরবী
চৌক উজির, কমলা পরী	মফিদল এছলাম	বাং বৌগুদ খয়রুল বালায়
আখেরী জামানা	খিরী করবাদ, লাইলী মজদু	এ হাদি

হামানতাবে সকল ক্রকম পুস্তকের নাম দেওয়া গেল না। আপনাদের  
আবশ্যকমত অন্তর্ভুক্ত দিলে সমস্ত কেতার কোন্মান শরিক পাইবেন।  
পত্র লিখিবার ঠিকানা

## আলিমী লাইব্রেরী

চক্ বাজার, ঢাকা-১



করা

মাজ

জমা

উল

কার

আল

আম

দোয়

দোয়

ভেলু

খোদ

নামা

মাই

হরক

কেন

মিহা

আহ

নিয়া

কামা

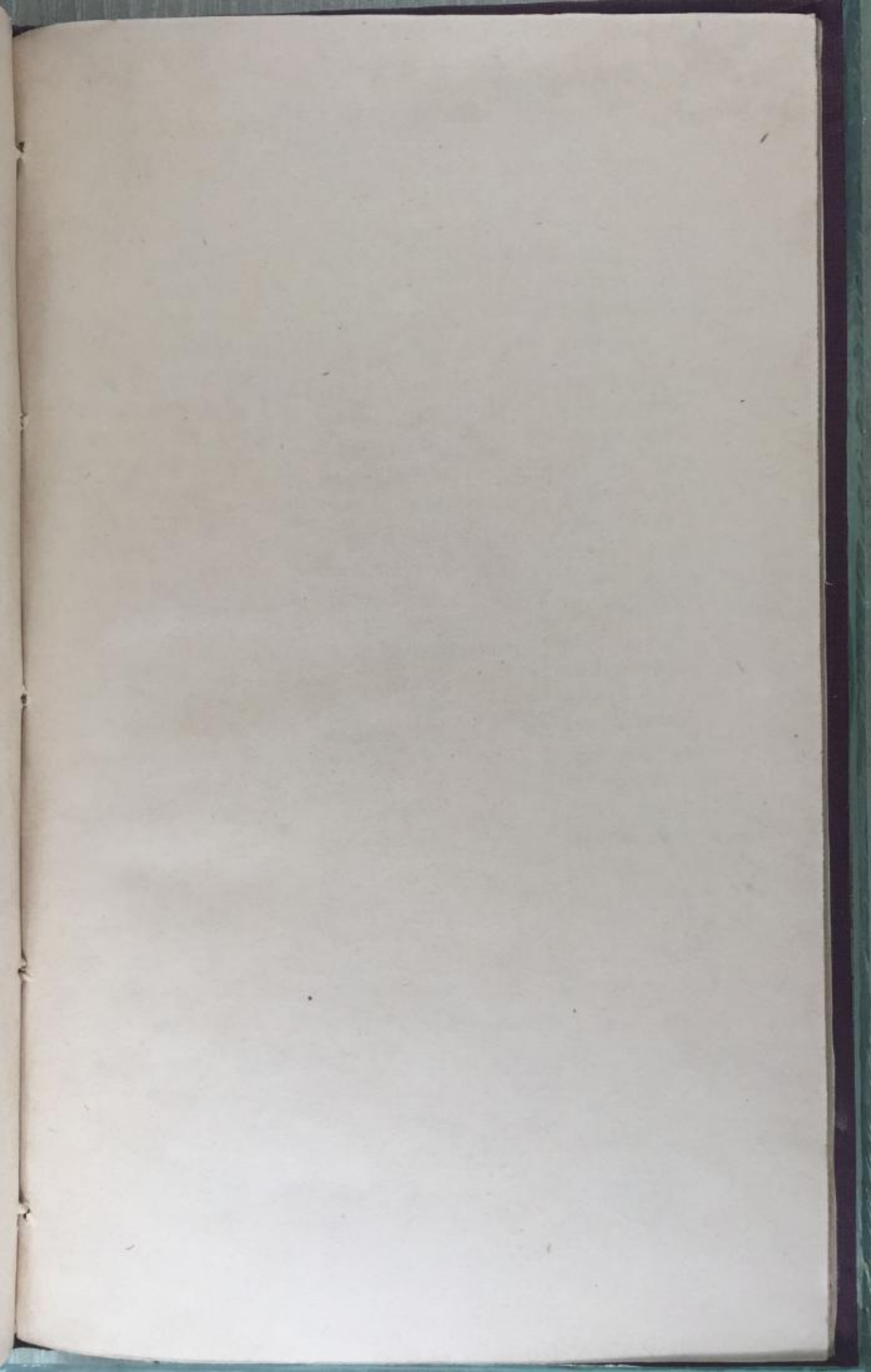
এলা

কাবি

চৌ

বা

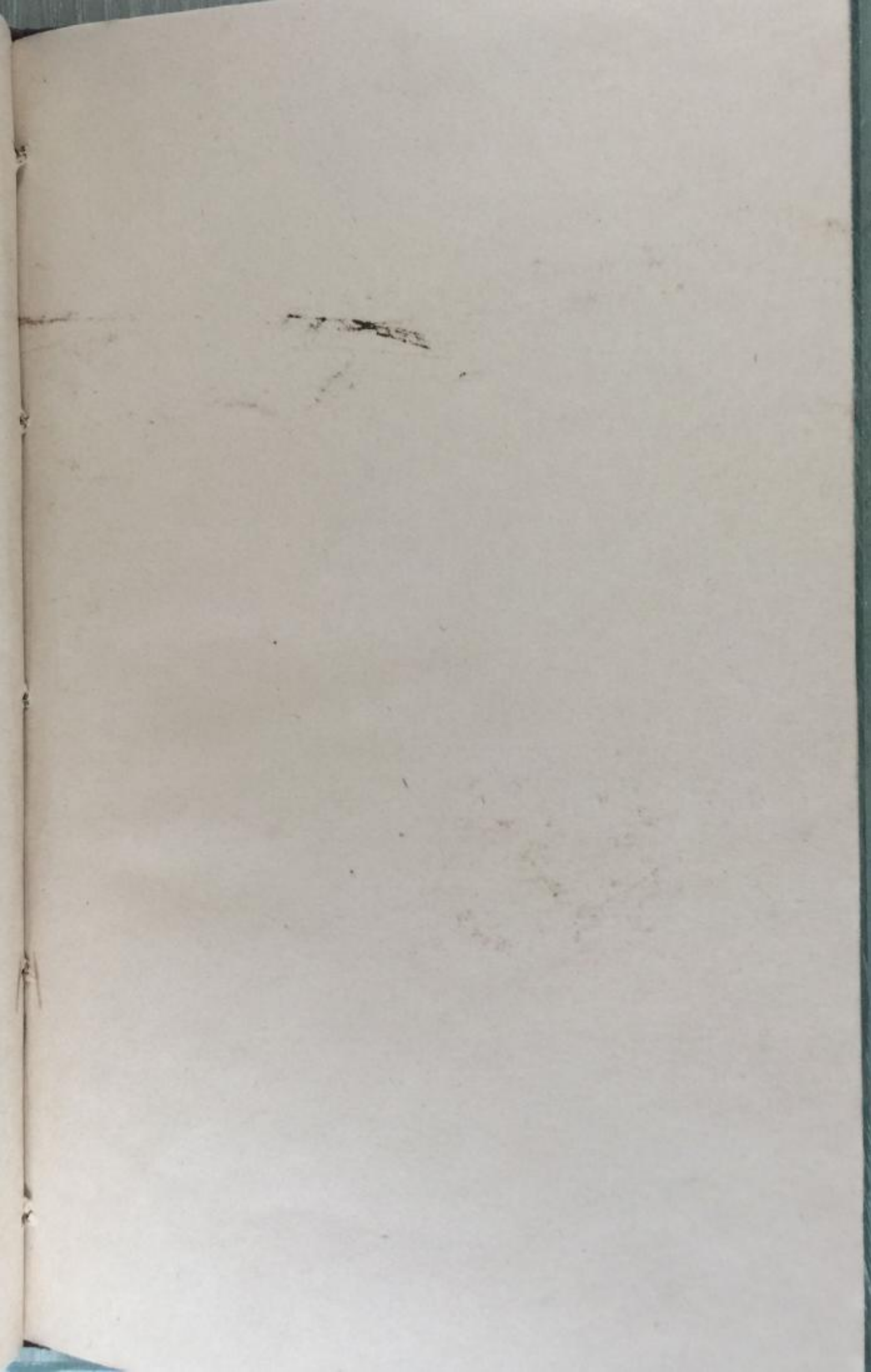








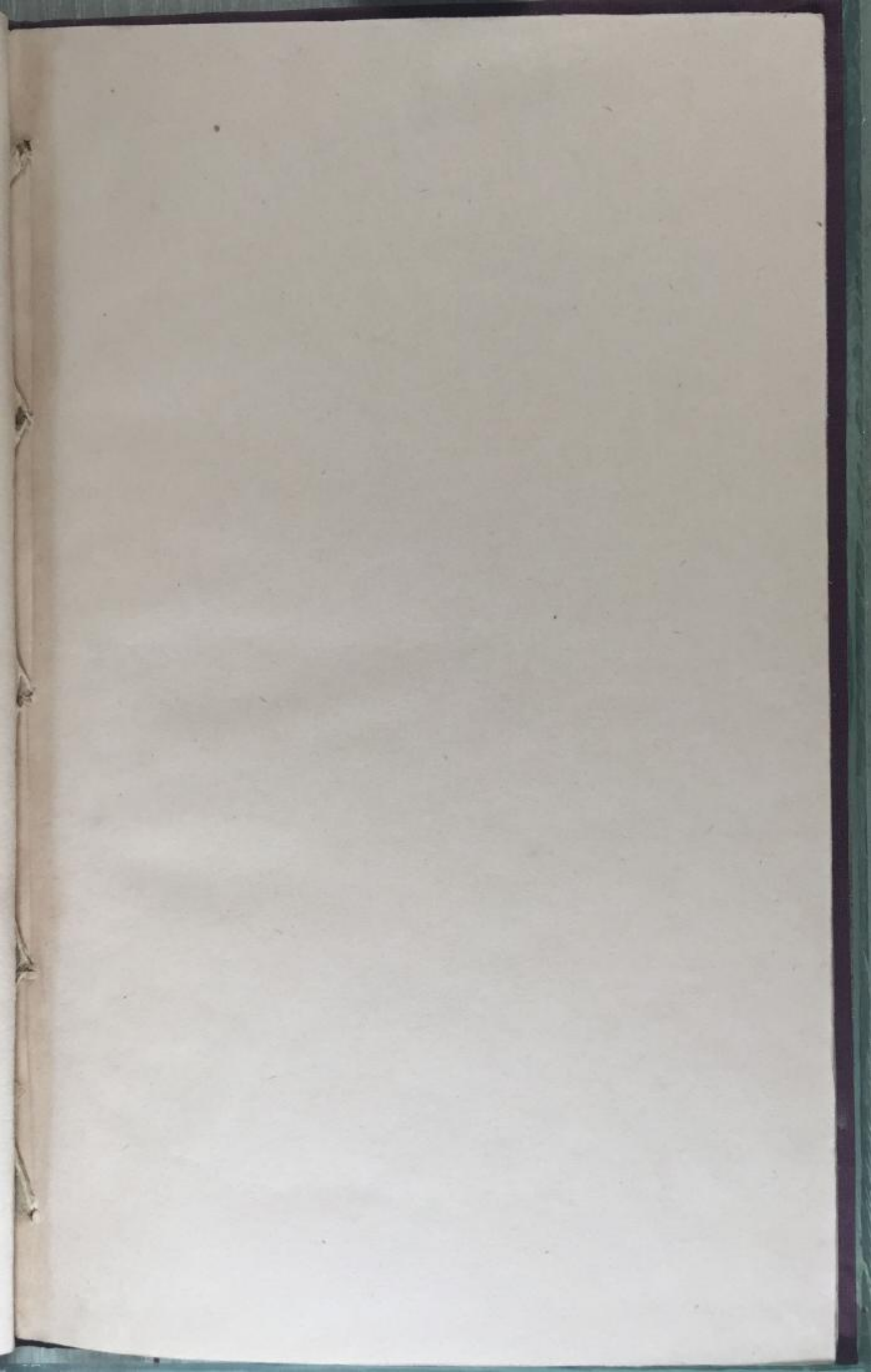


































ଆବୁଲ ଖାଲୀ ମାଗୁନୀ

ମୋ: ଇତିହାସ

ସାମାଜିକ ଇତିହାସ